236

ভোরের কাগজ

তারিখ MAR 24 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

চ.বি. শিক্ষককন্যাকে টেলিফোনে উত্ত্যক্ত করার ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

হামলায় আহত ১০, ২ জনকে দিগম্বর

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষকের কন্যাকে টেলিফোনে উত্ত্যক্ত করার ঘটনা নিয়ে একদল ছাত্র ফরেস্ট্রি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালালে ১০ জন আহত হয়। হামলাকারীরা ফরেস্ট্রির দুই ছাত্রকে প্রকাশ্যে দিগম্বর করে ছেড়ে দেয়। ঘটনাটির সমঝোতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর দু-দুবার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হন। ক্যাম্পাসে এ নিয়ে দারুণ উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, কয়েকদিন আগে ফরেস্ট্রির ছাত্র রায়হান নামে পরিচয় দিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের জনৈক শিক্ষকের এক কন্যাকে টেলিফোনে বারবার উত্ত্যক্ত করা হয়। ছোট বোনকে উত্ত্যক্ত করায় ক্ষুব্ধ বড়ো ভাই সোহেল তার সহযোগীদের নিয়ে গত ২০ মার্চ রাতে ফরেস্ট্রি হোস্টেলে হামলা চালায়।

রাতে ফরেস্ট্রির ছাত্ররা এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রোক্টর খান তৌহিদ ওসমানের বাসা ঘেরাও করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রোক্টর ঐ রাতেই দুজন সহকারী প্রোক্টরকে নিয়ে উভয়পক্ষের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠক করেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হামলাকারীদের অভিভাবকদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়। রায়হানের ওপর হামলার ব্যাপারে ২১ মার্চ প্রোক্টরকে সে লিখিত অভিযোগ করে। এদিকে ২১ মার্চ রাতে সোহেলের বন্ধু, ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস সভাপতি দুলাল, আজাদ ও আবুল কালাম আজাদসহ একদল ছাত্র ফরেস্ট্রি হোস্টেলে গিয়ে প্রোক্টরের কাছে অভিযোগকারীদের হুমকি দেয়, গ্লাস ভাঙচুর করে এবং ফরেস্ট্রির কয়েকজন ছাত্রকে চড় মারে। এই সময় ফরেস্ট্রির ছাত্ররা হামলাকারীদের ফরেস্ট্রির ক্যাফেটেরিয়ায় তালাবদ্ধ করে রাখে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রোক্টর পুলিশ নিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন। এ ব্যাপারে পুনরায় সমঝোতার জন্য প্রোক্টর তার অফিসে গতকাল এক বৈঠকের আহ্বান করেন। বৈঠকে রায়হান ও তার সহযোগী এবং ছাত্রলীগ নেতা দুলাল, শাহজালাল হল ছাত্রলীগ সভাপতি আজাদ ও অভিযুক্ত অন্যদের উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

গতকাল সকালে যথাসময়ে রায়হান এবং তার তিন বন্ধু প্রোক্টর অফিসে হাজির হয়। অন্যদিকে ছাত্র লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে মাত্র দুজন প্রোক্টর অফিসে হাজির হয়। ইতিপূর্বে প্রোক্টর অফিসে আসার সময় রায়হানের সহযোগী আমীর হোসেনকে প্রোক্টর অফিসের সামনে একদল ছাত্রলীগ কর্মী মারধর করে। গতকাল সবাই উপস্থিত না হওয়ার কারণে কোনো সমঝোতা বৈঠক হয়নি। প্রোক্টর অফিস থেকে দুপুর সাড়ে ১২টায় হোস্টেলে যাওয়ার সময় লাইব্রেরির সামনে রায়হান এবং তার তিন বন্ধুর ওপর হামলা চালানো হয়। রায়হান এবং তার বন্ধু রাজীবকে মারধর করে দিগম্বর করা হয়।

এ সময় ক্লাস শেষে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাস ত্যাগ করছিল। রায়হান এবং তার তিন সহযোগী হামলাকারীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য দৌড়ে প্রোক্টর অফিসে আশ্রয় নেয়। পরে তাদেরকে পুলিশ প্রহরায় হোস্টেলে পাঠানো হয়। বিকালে ফতেয়াবাদ রেল স্টেশনে শাটল ট্রেনে ফরেস্ট্রির এক ছাত্র ও এক ছাত্রীর ওপর পুনরায় হামলা চালানো হয়।